সহজ তাওহীদ

মূল
আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল হুয়াইল

অনুবাদ
হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী
মাসঊদুর রহমান নূর

সবুজপত্র

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর। অতঃপর যে তাওহীদ ছাড়া আল্লাহ তাআলা কোনো আমল কবুল করবেন না, যার বাস্তবায়ন ব্যতীত আল্লাহ কোনো বান্দার উপর সন্তুষ্ট হবেন না, সেই তাওহীদের উপর লিখিত এ বইখানি হচ্ছে তাওহীদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে একত্রকারী সংক্ষিপ্তাকারে অতীব মূল্যবান একটি বই।

আমি এ বইটিতে এমন সব মূলনীতি, কায়দা-কানুন এবং প্রকারসমূহ সন্নিবেশিত করেছি, যা পাঠকের জন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিষয়গুলোকে একত্রিত করে দেবে, নাগালের বাইরের জিনিসগুলোকে তার নিয়ন্ত্রণে এনে দেবে এবং তাওহীদ সংক্রান্ত জ্ঞানকে তার মস্তিষ্কে সুবিন্যস্ত করে দেবে। যেকোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন : ১. বিষয়টির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা এবং ২. এর বিপরীতটিকে জেনে নেয়া।

এ জন্য আমি তাওহীদের মূল অর্থ, এর মূলনীতি এবং এর প্রকারসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার পাশাপাশি তাওহীদের বিপরীত তথা শিরকের পরিচয়, তার প্রকারসমূহ এবং হুকুমগুলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। কারণ, এক বিপরীত জিনিসের সৌন্দর্য আরেক বিপরীত জিনিসই প্রকাশ করে থাকে। আর বস্তুসমূহ তার বিপরীতের দ্বারাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। শিরকের ভয়াবহতা এবং এর মন্দ দিকগুলোকে জানা ছাড়া তাওহীদের সৌন্দর্য এবং এর মর্যাদা কখনো প্রকাশিত হবে না। আমি এ সংক্ষিপ্ত বইটিতে তাওহীদের সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আরো কতিপয় বিষয় নিয়ে এসেছি, যা একজন তাওহীদবাদীর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

বিষয়গুলোকে সাজাতে, সুবিন্যস্ত করতে এবং ভাগ অনুযায়ী বণ্টন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে দলিল-প্রমাণ পেশ করা সহকারে বুঝতে ও মুখস্থ করতে সহজ হওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও পরিচয় তুলে ধরতে যত্নবান হয়েছি। বিরক্তিকর লম্বা ও ত্রুটি সৃষ্টিকারী সংক্ষিপ্ততাকে পরিহার করে দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে বইটিকে রেখেছি। যদি সঠিক কিছু করে থাকি তবে তা এক আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে। আর যদি ভুল করে থাকি তবে তা কেবল আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলেমদের গ্রন্থাবলি থেকে এ বইয়ের বিষয়গুলোকে একত্রিত করে এর নাম দিয়েছি '**التوحيد الميسر**' (সহজ তাওহীদ)। সর্বশক্তিমান মনিবের নিকট এ প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা লোকদেরকে উপকৃত করেন এবং কিয়ামতের দিন একে আমার নেকের পাল্লায় দিয়ে দেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদ (স), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথিদের উপর আল্লাহ তাআলা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল হুয়াইল

সূচিপত্র

তাওহীদের পরিচয়	০৯
তাওহীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা	১৩
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	১৬
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তাবলি	১৮
মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান	২২
শিরক : পরিচয় ও এর প্রকারসমূহ	২৪
শিরকে আকবরের প্রকারসমূহ	২৫
বড় শিরক আর ছোট শিরকের কতিপয় দৃষ্টান্ত	২৭
শিরকের ইতিহাস	২৮
শিরকের ভয়াবহতা এবং এর শাস্তি	২৯
ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ	৩১
তাগূতকে অস্বীকারকরণ	৩৪
তিনটি মূল ভিত্তি	৩৫
কুফর	৩৭
নিফাক	৪০
শত্রুতা ও মিত্রতা	৪২
শত্রুতা বা মিত্রতার উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারসমূহ	৪৪
ইসলাম	৪৫
ইসলামের খুঁটিসমূহ	৪৬
ঈমান	৪৭
ঈমানের খুঁটিসমূহ	৪৮
আল ইহসান	৫২
ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক	৫৪
ইবাদাত	৫৫
ইবাদাতের সাথে তাওহীদের সুসামঞ্জস্যতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা	৫৭
ভালোবাসার প্রকারসমূহ	৫৯
ভয়	৬১
আশা	৬৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাওহীদের পরিচয়

* তাওহীদের শাব্দিক অর্থ

তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ) শব্দটি وَحَّدَ يُوَحِّدُ-এর মাসদার। কোনো কিছুকে এক সাব্যস্ত করলে আরবরা বলে "وَحَّدَ يُوَحِّدُ الشَّيْئَ"; এছাড়া একত্ববাদ অর্থেও তাওহীদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

* উদাহরণ

কেউ যখন বলে, 'মুহাম্মদ ছাড়া ঘর থেকে কেউ বের হবে না' তখন সে শুধুমাত্র মুহাম্মদকে এককভাবে বের হওয়ার অনুমতি দিল। এমনিভাবে যখন বলে, 'শুধুমাত্র খালেদ ছাড়া মজলিস থেকে কেউই উঠবে না' তখন মজলিস থেকে ওঠার ব্যাপারে সে খালেদকেই এককভাবে নির্দেশ দিল। এখানে এককভাবে অনুমতি দেওয়া আর নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে তাওহীদের শাব্দিক অর্থ পাওয়া যায়।

* তাওহীদের পারিভাষিক অর্থ

পালনকারী হিসেবে, ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার নামই তাওহীদ।

তাওহীদের প্রকারসমূহ (اَقْسَامُ التَّوْحِيْدِ)

তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত :

১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (রব ও প্রতিপালক হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ)

২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (ইলাহ ও মা'বূদ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ)

৩. তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে একত্ববাদ)

তাওহীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা

১. তাওহীদ ইসলামের খুঁটিসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি

ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। তাওহীদের সাক্ষ্য না দিলে, আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের উপযুক্ত– এ স্বীকৃতি না দিলে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নয়– এ কথা মেনে না নিলে কোনো মানুষের পক্ষে ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। রাসূল (স) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে : এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সিয়াম পালন করা ও আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বস্তু হচ্ছে তাওহীদ

যাবতীয় আমলের প্রথমেই এর অপরিসীম গুরুত্ব এবং মর্যাদার কারণে এর স্থান সবকিছুর শুরুতে রাখতে হবে। দাওয়াত দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। রাসূল (স) যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামেন পাঠালেন তখন তাকে বললেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছ, সর্বপ্রথম যেদিকে তুমি তাদেরকে ডাকবে তা যেন হয়– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য প্রদান।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহর একত্ববাদকে সাব্যস্তকরণ।' (বুখারী ও মুসলিম)

৩. তাওহীদ ছাড়া ইবাদাতসমূহ গ্রহণযোগ্য হয় না

তাওহীদ হচ্ছে ইবাদাত সঠিক হওয়ার পূর্বশর্ত, কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি। তাওহীদ ছাড়া ইবাদাতকে ইবাদাত বলা যায় না, যেমন পবিত্রতা ছাড়া সালাতকে সালাত বলা যায় না। অতএব শিরক যখন প্রবেশ করে ইবাদাত তখন নষ্ট হয়ে যায়, যেমন ওযূ ভাঙার কারণ পাওয়া গেলে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তাওহীদবিহীন ইবাদাত এমন শিরক, যা আমলকে বাতিল এবং বিনষ্ট করে দেয়। আর শিরককারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

৪. তাওহীদ দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তা ও সঠিক পথ লাভের উপায় :

দলীল : আল্লাহর বাণী–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

শিরক : পরিচয় ও এর প্রকারসমূহ

(اَلشِّرْكُ : تَعْرِيْفُهُ وَاَقْسَامُهُ)

* শিরকের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ : অংশীদার বানানো বা মিলানো, দুজনের মাঝে তুলনা করা, দুজনকে সমকক্ষ ভাবা।

পারিভাষিক অর্থ : একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে সমান বানানো।

* শিরকের প্রকারসমূহ

১. সবচেয়ে বড় শিরক (شِرْكٌ اَكْبَرُ)

যেসব কাজকে শরীআত স্পষ্টভাবে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং যা দীন থেকে বের করে দেয়, তা-ই শিরকে আকবর তথা সবচেয়ে বড় শিরক।

২. ছোট শিরক (شِرْكٌ اَصْغَرُ)

শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক হলো প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ, যেগুলোর ক্ষেত্রে শরীআত শিরক অথবা কুফর শব্দ ব্যবহার করেছে, তবে শরীআতের প্রমাণাদি থেকে অনুভূত হয় যে, এগুলোর দ্বারা শিরককারী দীন থেকে বের হয়ে যাবে না।

শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মাঝে পার্থক্য

শিরকে আকবর

১. দীন থেকে বের করে দেয়, ২. চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়, ৩. সকল আমল বিনষ্ট করে দেয়, ৪. জান ও মালকে অন্যের জন্য হালাল করে দেয় (অর্থাৎ, এ ধরনের শিরককারীকে হত্যা করা কিংবা তার সম্পদ দখল করা বৈধ)।

শিরকে আসগর

১. দীন থেকে বের করে দেয় না, ২. জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরস্থায়ী করে না, ৩. সকল আমল নষ্ট করে দেয় না; শুধুমাত্র রিয়া তথা লৌকিকতা ঐ আমলকে নষ্ট করে দেয়, যার সাথে সে মিশেছে,

৪. জান এবং মাল উভয়কে হালাল করে দেয় না।

শিরকে আকবরের প্রকারসমূহ

(اَنْوَاعُ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ)

* শিরকে আকবর চার প্রকার :

১. দু'আর ক্ষেত্রে শিরক

এ মর্মে আল্লাহ তাআলার বাণী,

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ -

'যখন তারা নৌকায় চড়ে তখন তাদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে নিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে শুকনায় নিয়ে আসেন তৎক্ষণাৎ তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।' (সূরা 'আনকাবূত : ৬৫)

২. নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরক

দলীল : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

'যারা শুধু দুনিয়ার জীবন ও এর সাজসজ্জা চায়, তাদের কাজকর্মের ফল আমরা এখানেই দিয়ে দিই এবং এতে তাদের সাথে কোনো কমতি করা হয় না; এরাই ঐসব লোক, যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা যা কিছু দুনিয়াতে বানিয়েছিল তা সবই বিফলে গেল এবং তারা যা করেছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেল।' (সূরা হূদ : ১৫-১৬)

শিরকের ইতিহাস (تَارِيْخُ الشِّرْكِ)

বনী আদমের মাঝে তাওহীদ হচ্ছে, প্রাচীন ও মূল। আর শিরক হচ্ছে অতর্কিতভাবে আসা অচেনা অনুপ্রবেশকারী বিষয়। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে এমনভাবে যে, সকলেই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।'

*** পৃথিবীর সর্বপ্রথম শিরকের ঘটনা :** হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে ঘটেছে, যখন তারা সৎলোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। প্রথমে তারা এদের মূর্তি বানিয়েছিল। কালক্রমে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা বানানো মূর্তিগুলোর ইবাদাত শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্য তাদের নিকট নূহ (আ)-কে পাঠান।

*** হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে শিরক :** যখন বনী ইসরাঈলরা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে তার ইবাদাত শুরু করে, তখন থেকে তাদের মাঝে শিরকের প্রচলন শুরু হয়।

*** খ্রিস্টানদের মাঝে শিরক :** ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পর শিরকের প্রবর্তন ঘটে। 'বুলিস' নামক জনৈক ধোঁকাবাজ, প্রতারক মাসীহ (আ)-এর উপর বাহ্যিক ঈমান আনার নাম করে খ্রিস্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদ, ক্রুশের পূজাসহ বিভিন্ন মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।

*** আরবে শিরক :** আমর ইবনে লুহাই আল খুজায়ীর হাতে সর্বপ্রথম শিরক চালু হয়। সে ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে পরিবর্তন করে ফেলে; হেজায ভূমিতে মূর্তি আমদানি করে এবং তার ইবাদাতের নির্দেশ দেয়।

*** উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে শিরক :** চতুর্থ শতাব্দীর পর ফাতেমীয়দের হাতে শিরকের প্রবর্তন ঘটে, যখন তারা কবরের উপরে স্তম্ভ বানানো শুরু করে। তারা ইসলামে মিলাদের মতো বিদআত আবিষ্কার করে এবং সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে। এমনিভাবে মাশায়েখ এবং বিভিন্ন তরীকতপন্থিদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে যখন পথভ্রষ্ট সুফীবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন থেকেও উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে শিরক ঢুকে পড়ে।